তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৭৪

**বাংলাদেশে করোনা-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শুরু হয়েছে**

 **-- শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

 বাংলাদেশে করোনা-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শুরু হয়েছে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এ বছর ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে বিভিন্ন দাতা সংস্থা পূর্বাভাস দিয়েছে।

 শিল্পমন্ত্রী আজ ঢাকা চেম্বার অভ্ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘Constraints and Prospects of Industrial Policy’ শীর্ষক ওয়েবিনারে  প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

 শিল্পমন্ত্রী বলেন, অতিক্ষুদ্র, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, বৃহত্তর শিল্পের ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজকে শক্তিশালী করা, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ ও শহরে বসবাসকরীদের মাঝে বৈষম্য হ্রাস করার লক্ষ্যে আগামী শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হবে। অগ্রাধিকারমূলক খাতসমূহে নীতিসহায়তা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আয়ত্তকরণের প্রযুক্তি, দক্ষতা উন্নয়ন ও করোনা বা দুর্যোগ মোকাবেলায় টেকসই দিকনির্দেশনা দেবার বিষয়টি  নতুন জাতীয় শিল্পনীতিতে গুরুত্ব পাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। নতুন শিল্পনীতি ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়ন এবং ইজ অভ্ ডুয়িং বিজনেস সূচকসহ বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান আরও উন্নত করতে ভূমিকা রাখবে এবং এর ফলে নতুন দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আরও অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 শিল্পমন্ত্রী আরো বলেন, জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ৩৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি ও করোনা-পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বেগবান করতে অতিক্ষুদ্র, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। তিনি এ সময় এ সকল খাতের জন্য বরাদ্দকৃত প্রণোদনার অর্থ দ্রুত বিতরণের জন্য ব্যাংকগুলোর প্রতি আহবান জানান।

#

মাসুম/নাইচ/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৭৩

**বরেণ্য সরোদ শিল্পী ওস্তাদ শাহাদাত হোসেন খান এর মৃত্যুতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

 একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য সরোদ শিল্পী ওস্তাদ শাহাদাত হোসেন খান এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

 প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

 শোকবার্তায় সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী জানান, শাস্ত্রীয় সংগীতে বিশেষ অবদানের জন্য ওস্তাদ শাহাদাত হোসেন খান স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

#

ফয়সল/নাইচ/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২২০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৭২

**আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার প্রধান সমন্বয়ক**

**আব্দুল হান্নানের মৃত্যুতে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দের শোক**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

 আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার প্রধান সমন্বয়ক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান খানের মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবর্গ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

 বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক; পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন; পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান; শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন; বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী; মৎস্য ও পানিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ।

 এছাড়াও শোক প্রকাশ করেছেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু; নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী; পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহ্রিয়ার আলম; পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক; তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান; গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ; সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ; বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী; মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেছা এবং পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম।

 আজ এক শোকবার্তায় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ বলেন, আব্দুল হান্নান খান ছিলেন একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ, সাহসী এবং নীতি ও আদর্শবান ব্যক্তিত্ব। তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলা, জেল হত্যা মামলা এবং একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার তদন্ত কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মৃত্যুতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থায় এক বিরাট শূন্যতা তৈরি হলো।

 আজ পৃথক শোকবার্তায় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান খানের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

আকরাম/নাইচ/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২১৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৭১

**প্রাইভেট ও সরকারি হাসপাতাল মিলেই করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সামলানো হবে
 -- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, দেশের প্রাইভেট ও সরকারি হাসপাতাল মিলে একযোগে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলা করতে হবে। করোনার প্রথম পর্যায়ে দেশের প্রাইভেট হাসপাতালগুলোর মধ্য থেকে অন্তত ৭৫টি হাসপাতাল করোনা নিয়ে কোনো না কোনোভাবে কাজ করেছে। এদের মধ্যে ১৫টি হাসপাতাল ছিল কোভিড ডেডিকেটেড। এদের মাধ্যমে লাখ লাখ লোকের কর্মসংস্থান অব্যাহত ছিল। করোনার এই দুঃসময়ে এই প্রাইভেট হাসপাতালগুলোর মাধ্যমে প্রায় ১২ হাজার কোভিড রোগীর চিকিৎসা দেয়া হয়েছে এবং লক্ষাধিক করোনা টেস্ট করা হয়েছে। এগুলো এই দুঃসময়ে দেশের মানুষের কাজে লেগেছে। আর, দেশের প্রাইভেট হাসপাতালগুলো যেভাবে সরকারের সাথে থেকে করোনার প্রথম পর্যায়ে কাজ করে গেছে দ্বিতীয় পর্যায়েও ঠিক সেভাবেই কাজ করবে। এর সাথে দেশের মানুষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে করোনার দ্বিতীয় পর্বেও দেশের মানুষ এখনকার মতো করেই নিরাপদে থাকতে পারবে।

 আজ রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের বলরুমে বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত "করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলা ও ভ্যাক্সিন বিষয়ে আলোচনা সভায়" প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

 মাস্ক ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়ে মন্ত্রী বলেন, "করোনায় মাস্ক ব্যবহার না করে মানুষ এখন টু মাচ কনফিডেণ্ট এটিটিউট দেখাচ্ছে যা কিছুটা চিন্তার কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। এ কারণে সরকার এখন কঠোর অবস্থানে চলে যাচ্ছে। করোনা থেকে বাঁচতে হলে এখন মানুষের মুখে মাস্ক পড়ার বিকল্প কিছুই নেই।"

 ভ্যাক্সিন আনা প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, "বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এখনো কোনো দেশকেই ভ্যাক্সিন ব্যবহার করার অনুমোদন দেয়নি। তবে সরকার সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছে। যখনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বের কোথাও কাউকে ভ্যাক্সিন ব্যবহারে অনুমতি দিবে বাংলাদেশও সাথে সাথেই ভ্যাক্সিন পেয়ে যাবে।"

 বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি মুবিন খানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব আলী নূর, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের মহাসচিব আনোয়ার হোসেন খান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশিদ আলম-সহ দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় শহর থেকে আসা প্রাইভেট মেডিকেল হাসপাতালের পরিচালকবৃন্দ।

#

মাইদুল/নাইচ/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২১৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৭০

**সরকার কৃষির উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে**

 **---পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, সরকার কৃষির উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এবং কৃষকদের সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছে। বর্তমান সরকারের এ সকল সময়োপযোগী উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। দেশের এই সফলতা ধরে রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে।

মন্ত্রী আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ২০২০-২১ অর্থবছরে রবি মৌসুমে বীজ সহায়তা প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বোরো হাইব্রিড ধান বীজ বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় ঢাকাস্থ সরকারি বাসভবন হতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, কৃষি ও কৃষকদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সরকার সব উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে। তিনি বলেন, কৃষক ও কৃষিকে অবহেলা করে উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ জন্য সরকার কৃষিতে বিভিন্নভাবে ভর্তুকি দিচ্ছে। ডিজেল ও সারের দাম কমানো হয়েছে। বিনামূল্যে বীজ ও সার দেওয়ার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরণ দেওয়া হচ্ছে। এতে কৃষিতে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। মন্ত্রী কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘বাড়ির আঙিনাসহ সব পতিত জমিতে ফসল ফলান। এক ইঞ্চি জমি পতিত রাখবেন না। ফসল, সবজি, খাদ্য ইত্যাদি উৎপাদনে গুরুত্ব দিতে হবে।

এসময় পরিবেশ মন্ত্রী বড়লেখা উপজেলার ৩০০০ কৃষকের মধ্যে ২ কেজি করে বিনামূল্যে বোরো হাইব্রিড ধান বীজ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

বড়লেখা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শামীম আল ইমরানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বড়লেখা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সোয়েব আহমেদ, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ মোঃ রফিকুল ইসলাম সুন্দর, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ তাজ উদ্দিন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রেহানা বেগম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা দেবল সরকার, বাংলাদেশ আওয়ামী কৃষক লীগ বড়লেখা শাখার আহবায়ক মোঃ আব্দুল লতিফ প্রমুখ।

#

দীপংকর/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/২০১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৬৯

**তথ্যসচিব কামরুন নাহারের বিদায়ি সভা**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

 তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক অনাড়ম্বর অথচ আবেগঘন সভার মধ্য দিয়ে অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) গমন করলেন তথ্যসচিব কামরুন নাহার।

 সচিবালয়ে আজ এ সভায় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ সভাপতির বক্তৃতায় বিদায়ি সচিব কামরুন নাহারকে সিভিল সার্ভিসের সর্বোচ্চ পর্যায়ের একজন দক্ষ, নির্মোহ ও ন্যায়পরায়ণ কর্মকর্তা বলে অভিহিত করেন। মন্ত্রী বলেন, তথ্য ক্যাডারের এই অনন্য কর্মকর্তা মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ দপ্তর ও সংস্থায় চাকরির অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হওয়ার কারণে তথ্য জগৎ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী ছিলেন। দেশের প্রথম নারী তথ্যসচিব হিসেবে তার কর্মদক্ষতায় এর প্রতিফলন ছিল সুস্পষ্ট।

 তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান বলেন, তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা হয়েও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং প্রথম নারী প্রধান তথ্য অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে কামরুন নাহার তার বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

 ১৯৮৪ সালের বিসিএস তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলামের সহধর্মিণী বিদায়ি তথ্যসচিব কামরুন নাহার তার বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে চাকরিকালে সকল নির্দেশনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। এ সময় তিনি বলেন, তথ্যমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী সবসময় তার পাশে ছিলেন। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরও বিশেষ ধন্যবাদ জানান তিনি।

 সভায় অতিরিক্ত সচিব জাহানারা পারভীনের সঞ্চালনায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক এস এম হারুন-অর-রশীদ, তথ্য অধিদফতরের প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক হোসনে আরা তালুকদার, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী সালমা বেগম, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিন, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক বেগম শাহিন ইসলাম, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আকতার হোসেন, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক মোঃ নিজামূল কবীর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স ম গোলাম কিবরিয়া, বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান মোঃ জসীম উদ্দিন, তথ্য কমিশনের সচিব সুদত্ত চাকমা, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সচিব শাহ আলম, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুর রহমান তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। এ সময় উপস্থিত মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা বিদায়ি সচিবের ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গল ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন।

 নতুন তথ্যসচিব খাজা মিয়া আগামীকাল ৩০ নভেম্বর যোগদান করবেন।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/২০২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৬৮

**দেশরক্ষার জন্য নদীরক্ষা অপরিহার্য**

 **--তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

 ‘দেশ রক্ষার জন্য দেশের নদ-নদী রক্ষা অপরিহার্য’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আজ রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু ও নদীমাতৃক বাংলাদেশ’ সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মানুষের দেহের শিরা-উপশিরা নষ্ট হলে যেমন মৃত্যু অনিবার্য, ঠিক একইভাবে আমাদের নদীগুলোকে দখল-দুষণ থেকে রক্ষা করতে না পারলে দেশকে রক্ষা করা কঠিন, দেশের জলবায়ু এবং এই নদীপাড়ের মানুষগুলোকে রক্ষা করা কঠিন। সেজন্য আমাদের সবাইকে নদীরক্ষায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

 তিনি জানান, ‘বাংলাদেশের নদীগুলোর শতকরা ৯৩ ভাগের উৎস বাংলাদেশের বাইরে। এই নদীগুলো আমাদের দেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ার পথে ৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন টন পলি বহন করে। এর মধ্যে ৪০ থেকে ৪৫ মিলিয়ন টন নদী পথে জমা হয়। এইভাবেই গত ৪ বছরে সমুদ্রে বেশ কয়েকটি দ্বীপচর জেগেছে। সুবর্ণচর কিন্তু ৫০ বছর আগে ছিল না, উপজেলাটি ছিল। এ রকম আরো অনেক ছোট ছোট দ্বীপ জেগে উঠেছে, যেখানে আজকে রোহিঙ্গাদের সাময়িক স্থানান্তরের কথা বলা হচ্ছে, সেই চরটিও ৫০ বছর আগে ছিল না । এই যে সম্ভাবনা সমুদ্রে তৈরি হচ্ছে তা কাজে লাগানোর জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব।’

 ‘প্যারিস চুক্তিতে বিশ্বের দেশগুলোর দেয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি যদি শতভাগ বাস্তবায়িত হয়, তারপরও পৃথিবীর তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রী বাড়বে’ উল্লেখ করে পরিবেশ গবেষক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি ৩ ডিগ্রি বাড়ে তাহলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে। এই বাস্তবতায় নদীগুলো কিভাবে বাঁচানো যায়, সেজন্য আগামী ১০০ বছরের ভাবনা মাথায় রেখেই আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে হবে। কোথায় মানুষকে থাকতে দিবো, কোথায় ফসল উৎপাদন করবো, কোথায় রবি শস্য উৎপাদন করবো- এসব বিষয়ে সারাদেশে একটা ফিজিক্যাল প্লান দরকার।’

 নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদের নেতৃত্বে নদী দখল-দুষণকারীদের বিরুদ্ধে তার মন্ত্রণালয় সত্যিকারের কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। এই ব্যবস্থাকে টেকসই করতে বেপরোয়া দখলকারীদের রুখতে নদীরক্ষা কমিশনকে আরো শক্তিশালী করা দরকার, প্রয়োজন শক্তিশালী টাস্কফোর্স।

 বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ড. হাছান বলেন, প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর মাত্র সাড়ে ৩ বছর সময় পেয়েছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির সমস্ত দিক তিনি রচনা করে গেছেন, আইন প্রণয়ন করে গেছেন, যেটির ওপর দাঁড়িয়ে আমরা হাঁটছি। তখন যদি বাংলাদেশ জাতিসংঘের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত কমিটির সদস্য না  হতো, সমুদ্রসীমার জন্য আমরা মামলাও করতে পারতাম না। মামলা করার কোনো সুযোগ থাকতো না। ’৭৪ সালের সীমান্ত চুক্তি না থাকলে ছিটমহলগুলো অধিকারে আনাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। আজকে যে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে, তার ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র তিনিই রচনা করে গেছেন। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু সবকিছুর ভিতই রচনা করে গেছেন। আর সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আজকে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য দেশকে ২০৪১ সাল নাগাদ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছে দেয়া আর সেই স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছাতে হলে নদ-নদীগুলোকে রক্ষা করতে হবে।

 নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী তার বক্তৃতায় বলেন, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে আমরা আজ নদীমাতৃকার সুফল ভোগ করতে পারতাম। কিন্তু আজ আমাদের নদীরক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজ আমরা সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছি।

 নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির উপাচার্য রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ খালেদ ইকবাল। প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক, ইনস্টিটিউট অভ্ ওয়াটার মডেলিংয়ের ঊর্ধ্বতন পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ সাইফুল আলম, বুয়েটের পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আতাউর রহমান এবং লেখক, গবেষক ও সংগঠক শেখ রোকন। নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর এ জেড এম জালাল উদ্দিন অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

#

আকরাম/ফারহানা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২০১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৬৭

**সততা আর দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করে গড়ে তুলতে হবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা**

 **---ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, সকলে মিলে সততা, নিষ্ঠা আর দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হবে। তিনি এসময় জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

আজ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানদের সাথে পরিচিতি অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এ সব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক নির্দেশনার আলোকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হজ ব্যবস্থাপনার যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, সারা দেশে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ, মঠ-মন্দির, প্যাগোডা সংস্কার ও উন্নয়নে কাজ এগিয়ে চলছে। মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডাভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, সরকারের ভিশন-২০২১ প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে উন্নীত করার জন্য সকলকে কাজ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর এ উন্নয়ন অভিযাত্রায় সমাজের সকল সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

ধর্ম সচিব মোঃ নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ পরিচিতি সভায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবগণ, যুগ্মসচিবগণ এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার প্রধানসহ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

আনোয়ার/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৬৬

**নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের তাগিদ শিল্পমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

 নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন । তিনি বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি অনেকটাই নির্ভর করে। তাই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে প্রকল্পের কাজসমূহ দ্রুত শেষ করতে হবে।

 আজ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২০২০-'২১ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিল্পমন্ত্রী এ কথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার ।

 শিল্পমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় ভালো অবস্থায় রয়েছে। আর্থসামাজিক বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান প্রশংসার দাবি রাখে। শিল্পমন্ত্রী এ সময় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রকল্পগুলোর মনিটরিং কার্যক্রম আরও জোরদার করার আহ্বান জানান।

 বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় শিল্প প্রতিমন্ত্রী সাভারে অবস্থিত চামড়া শিল্প নগরীর সমস্যাসমূহ সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, বাফার গোডাউনসমূহের সংরক্ষিত সারের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের অব্যবহৃত ও বেহাত হওয়া জমির মালিকানা বুঝে নিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি।

 সভায় জানানো হয়, ১৩ বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় যশোর, গাইবান্ধা, শেরপুর ও নীলফামারীর বাফার গোডাউন ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে সমাপ্ত করা হবে। ইতিপূর্বে পঞ্চগড় ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে বাফার গোডাউন নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ৩৪টি বাফার গোডাউন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬টি বাফার গোডাউনের জমি অধিগ্রহণ পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় জানানো হয়, ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানার নির্মাণ প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) পার্কের অবকাঠামোগত অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে ও উদ্যোক্তাদের শিল্প কারখানা স্থাপনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

 সভায় শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ ও নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম/ফারহানা/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৯১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৬৫

**শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে লভ্যাংশ জমা দিল লাফার্জ হোলসিম**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

 শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে গত এক বছরের লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ ৯৯ লাখ ৫৭ হাজার টাকা জমা দিয়েছে সিমেন্ট উৎপাদনকারী কোম্পানি লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিঃ।

 আজ সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ানের নিকট কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার এ বি এম মামুন-অর রশিদ ৯৯ লাখ ৫৭ হাজার ৩৭৭ টাকার একটি চেক হস্তান্তর করেন।

 বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী কোম্পানির নিট লাভের শতকরা পাঁচ ভাগের এক দশমাংশ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা প্রদানের বিধান রয়েছে। এ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি এবং বহুজাতিক মিলে ১৭৬টি কোম্পানি এ তহবিলে অর্থ প্রদান করছে।

 এ তহবিলে এখন পর্যন্ত জমার পরিমাণ প্রায় ৪শ’ ৯০ কোটি টাকা। অন্যদিকে এ তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রায় সাড়ে দশ হাজার শ্রমিককে প্রায় ৪৪ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

 চেক প্রদান অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন এবং লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশের শ্রমিক প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম উপস্থিত ছিলেন।

 পরে সাবেক সচিব ড. মাহফুজুল হক এবং মিকাইল শিপারের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রাকটিক্যাল একশন ইন বাংলাদেশ কর্তৃক “Developing Guidelines for Joint Policy Recommendations on decent Labour Rights of Informal Waste and Sanitation Workers” নামে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট প্রতিমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। এসময় সাবেক যুগ্মসচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম এবং প্রাকটিক্যাল একশন ইন বাংলাদেশের প্রজেক্ট ম্যানেজার উত্তম কুমার উপস্থিত ছিলেন।

#

আকতারুল/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৬৪

**আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার প্রধান সমন্বয়ক**

**বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান খানের মৃত্যুতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

 আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার প্রধান সমন্বয়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ।

 আজ এক শোকবার্তায় মন্ত্রী বলেন,  জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ড ও জেলহত্যা মামলার তদন্ত এবং  যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার প্রধান সমন্বয়ক  হিসেবে আব্দুল হান্নান খানের  ভূমিকা  দেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যু জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।

 মন্ত্রী মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

#

মারুফ/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৬৩

**দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রোগী পরিবহনে পল্লী এম্বুলেন্স সেবা যুগান্তকারী পদক্ষেপ**

 **---স্বপন ভট্টাচার্য্য**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টার্চায্য বলেছেন, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রোগী পরিবহনে পল্লী এম্বুলেন্স সেবা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এটি গ্রাম অঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পল্লী অঞ্চলের লোকজন এই এম্বুলেন্সের মাধ্যমে খুব সহজেই কমিউনিটি ক্লিনিক, উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে অত্যন্ত স্বল্প খরচে রোগী পরিবহন সুবিধা পাবে। পল্লী জনগণের স্বার্থে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

 আজ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ ভার্চূয়ালি উপস্থিত থেকে ৭টি উপজেলায় ৭টি পল্লী এম্বুলেন্স পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সমিতির সদস্যদের মাঝে বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক পল্লী এলাকার দরিদ্র মানুষের স্বল্পমূল্যে রোগী পরিবহন সেবা প্রদানের জন্য সমিতির সদস্যদের সুবিধাজনক কিস্তিতে পল্লী এম্বুলেন্স ক্রয়ের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে প্রথমে ৪০টি পল্লী এম্বুলেন্স বিতরণ করে পাইলটিং করা হবে। প্রথম পর্যায়ে যশোর জেলার মণিরামপুর, শার্শা, চৌগাছা, কুমিল্লা জেলার লালমাই, নাঙ্গলকোট, মনোহরগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুরসহ মোট ৭টি উপজেলায় ৭টি পল্লী এম্বুলেন্স বিতরণের পাইলটিং কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ১৩ হাজার ৮৮২টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সারা দেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হচ্ছে। মানসম্মত স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং সবার জন্য স্বাস্থ্য ও গুণগত পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করে একটি স্বাস্থ্য সচেতন, সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

 পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের চেয়ারম্যান মিহির কান্তি মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের পরিচালক ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আকবর হোসেন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) মোঃ রাশিদুল ইসলামসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

আহসান/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৬২

**গ্রাম আদালত কার্যকর ও শক্তিশালী করলে মামলার জট কমবে**

 **---স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে গ্রাম আদালতকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার কোনো বিকল্প নেই। গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী করতে পারলে জেলা পর্যায়ের আদালতসমূহে মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

 আজ রাজধানীর একটি হোটেলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউএনডিপির সহায়তায় স্থানীয় সরকার বিভাগ আয়োজিত গ্রাম আদালতের আইনগত কাঠামো সংস্কার বিষয়ক জাতীয় পর্যায়ে পরামর্শ সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, গ্রামাঞ্চলে অনেক ছোট ছোট এবং খুব সামান্য বিষয় নিয়ে মানুষ নানারকম বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। স্থানীয়ভাবে এসব বিবাদ মীমাংসা করতে না পারায় তারা কোর্টে চলে যান। এতে একদিকে যেমন আদালতে মামলার জট তৈরি হয়, অন্যদিকে ভুক্তভোগীদের সময় ও অর্থের অপচয় হওয়ার পাশাপাশি তাদের রায় পেতে অনেক দেরি হয়। এছাড়া এক ধরনের অসাধু ব্যক্তি বিবাদ মীমাংসা করে দেয়ার নামে উভয় পক্ষের কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করেন।

 গ্রামীণ মানুষের মধ্যে দ্রুত ন্যায় নিশ্চিত করায় বর্তমানে গ্রাম আদালতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, গ্রাম আদালত পরিচালন প্রক্রিয়া সহজতর করতে এর আইনকে আরো যুগোপযোগী করতে হবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে গ্রাম আদালতের আইনি কাঠামো সংশোধনের যেসব প্রস্তাবনা আসবে সেগুলোকে সন্নিবেশিত করে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত নিয়ে আইন তৈরি করলে গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে।

 মন্ত্রী বলেন, সারাবিশ্বে সময়, পরিস্থিতি ও মানুষের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে আইনের পরিবর্তন করা হয়। গ্রাম আদালত আইনের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর আইন যুগোপযোগী করার জন্য সরকার কাজ করছে বলেও জানান মোঃ তাজুল ইসলাম। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এসডিজি এর সকল টার্গেট পূরণ করতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শহর এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে বৈষম্য নিরসনে সরকার কাজ করছে বলেও মন্তব্য করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী।

 প্রধান অতিথি এসময় গ্রাম আদালত সক্রিয় করার কার্যক্রম পরিচালনায় এক দশক জুড়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে সরকারের পাশে থাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইউএনডিপি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

 সভাপতির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি সুদীপ্ত মুখার্জি, ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত রেন্সজে তেরিংক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব মরন কুমার চক্রবর্তী, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মুস্তাকিম বিল্লাহ ফারুকী, প্রকল্প এলাকা হতে আগত জেলা প্রশাসকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৬১

**আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার প্রধান সমন্বয়ক**

**আব্দুল হান্নান খানের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতির শোক**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার প্রধান সমন্বয়ক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

 আজ এক শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেন, আব্দুল হান্নান খান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ড, জেল হত্যা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা হিসাবে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং দলিলপত্র সংগ্রহ ও উপস্থাপনের মাধ্যমে এ সমস্ত মামলার কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

 রাষ্ট্রপতি মরহুম আব্দুল হান্নান খানের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

ইমরানুল/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৬০

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৩ হাজার ৭৩৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৭৮৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪ লাখ ৬২ হাজার ৪০৭ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ২৯জন-সহ এ পর্যন্ত ৬ হাজার ৬০৯ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩ লাখ ৭৮ হাজার ১৭২ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৫৯

**১ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে শুরু হবে ১০০-দিনের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সহায়তায় বঙ্গবন্ধুকে আরও বেশি করে জানার চর্চায় সকলকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১০০-দিনের ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা’ আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী ০১ ডিসেম্বর ২০২০ হতে ১০ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত অনলাইনে এই কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

 সবার জন্য উন্মুক্ত এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত অ্যাপ অথবা ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করতে হবে। অ্যাপ ডাউনলোড অথবা ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট <https://mujib100.gov.bd> A\_ev <https://quiz.priyo.com> ব্যবহার করতে হবে। একজন প্রতিযোগী একটি আইডি দিয়ে প্রতিটি কুইজে একবার অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে নাম, ঠিকানা, ছবি, ফোন নাম্বার, ইমেইল/সোশ্যাল মিডিয়া আইডি ব্যবহার করতে হবে যা বিজয়ীদের ক্ষেত্রে তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্মনিবন্ধন সনদের সাথে যাচাই করা হবে। ভুল তথ্য দিয়ে অংশগ্রহণ করলে তাকে অযোগ্য বিবেচনা করা হবে।

 প্রতিদিন একটি নতুন কুইজ থাকবে এবং কুইজের মেয়াদ ২৪ ঘণ্টা। প্রতিদিন সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে থেকে লটারির মাধ্যমে ১০০ জন বিজয়ীর সকলে পাবেন ১০০ জিবি করে মোবাইল ডাটা এবং তাদের মধ্যে প্রথম ৫ জন পাবেন স্মার্টফোন। এছাড়া পুরো প্রতিযোগিতায় গ্রান্ড প্রাইজ হিসেবে থাকবে মোট ১০০টি ল্যাপটপ। বিজয়ীদের তালিকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইটে এবং প্রতিযোগিতার অ্যাপে প্রকাশ করা হবে। প্রতিযোগিতার নির্ধারিত অ্যাপ অথবা ওয়েবসাইটে লগইন করে কুইজে অংশগ্রহণ করতে হবে। কোনও রকম স্ক্রিপ্ট বা অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করলে তাকে অযোগ্য বিবেচনা করা হবে।

 প্রতিযোগিতার পরিচালনা, ফলাফল ও পুরস্কার সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ের এবং কুইজ প্রতিযোগিতা বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও পরিবারবর্গ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। পুরস্কার প্রদানের সময় ও পদ্ধতি পরে জানিয়ে দেয়া হবে।

 আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখ বিকাল সাড়ে তিনটায় কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন সম্পর্কিত অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে আরও বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে। ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা’ আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। প্রতিযোগিতার স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার তথ্য মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। কুইজ প্রতিযোগিতার বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান ‘প্রিয় ডটকম’। বঙ্গবন্ধুকে আরো বেশি করে জানার চর্চায় সম্পৃক্ত হয়ে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

#

মোহসিন/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৭২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৫৮

**আব্দুল হান্নান খানের মৃত্যুতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর):

 আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান সমন্বয়ক সাবেক অতিরিক্ত ডিআইজি আব্দুল হান্নান খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

 মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় বলেন, মরহুম এম এ হান্নান নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে ছিলেন আপসহীন ও প্রতিভাবান একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসামান্য ভূমিকা, বঙ্গবন্ধু হত্যা ও জেল হত্যা মামলার তদন্তে প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে তাঁর অবদান অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

 মোস্তাফা জব্বার বলেন, মুক্তিযুদ্ধকালীন সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও একাগ্রতা ছিল তুলনাহীন।

 মন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 উল্লেখ্য এম এ হান্নান খান আজ ১২.৫৩ টায় ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৫৭

**করোনাকালে দেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতি রক্ষায় কাজ করার বিকল্প নেই**

 **-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর):

 করোনাকালে দেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতি রক্ষায় কাজ করার কোন বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেনমৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

 আজ সচিবালয়ে মন্ত্রীর অফিসকক্ষে সম্প্রতি গ্রেড-১ পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের হাতে এবং গ্রেড-২ পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের একজন পরিচালকের হাতে পদোন্নতির প্রজ্ঞাপন তুলে দেয়া শেষে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 রেজাউল করিম বলেন, করোনাকালে আমাদের কর্মকান্ড বন্ধ রাখলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্থবির হয়ে যাবে, উন্নয়ন ব্যাহত হবে। মানুষের প্রয়োজনীয় অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। এ পরিস্থিতি যেন না হয় সেজন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন। দেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতি রক্ষা করতে, অর্থনীতির চাকাকে সচল এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হলে কাজ করার কোন বিকল্প নেই।

 এসময় পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উদ্দেশে মন্ত্রী আরো বলেন, গ্রেড উন্নয়নের মাধ্যমে দাপ্তরিক সম্মান বৃদ্ধির সাথে সাথে কাজের গতি, নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতা আরো বাড়াতে হবে।

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক
ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদার, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাহ্ মোঃ ইমদাদুল হক, সুবোল বোস মনি ও মোঃ তৌফিকুল আরিফসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

‍ #

ইফতেখার/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৫৬

**৯ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

 ‘Socially Distanced, Digitally Connected’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ভার্চুয়াল মাধ্যম এবং ভৌত কাঠামোর সংমিশ্রণে আগামী ৯ ডিসেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড এর ৭ম আসর ‘ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০’।

 আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আগারগাঁওস্থ আইসিটি টাওয়ারে বিসিসি অডিটরিয়ামে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

 প্রতিমন্ত্রী জানান আগামী ৯ ডিসেম্বর সকাল ১১ টায় ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০ উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ। ১০ ডিসেম্বর বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হবে মিনিস্ট্রারিয়াল কনফারেন্স। কনফারেন্সে মূল বক্তা হিসেবে কী-নোট উপস্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ। কনফারেন্সের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে ‘Embracing Digital Technologies in the New Normal’। বিষয়ভিত্তিক ২৪টি সেমিনার আয়োজন করা হবে এ মেলায়।

 তৃতীয় দিন ১১ ডিসেম্বর অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে থাকবে ‘Inclusive Development’ বিষয়ে একটি বিশেষ সেমিনার যেখানে উপস্থিত থাকবেন WHO-র Mental Health বিষয়ক Expert Advisory Panel-এর সদস্য এবং অটিজম বিষয়ক জাতীয় পরামর্শক কমিটির চেয়ারপার্সন সায়মা ওয়াজেদ। ১১ ডিসেম্বর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান।

 ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে আরো থাকছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল মুজিব কর্নার।

 ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে অংশগ্রহণের জন্য [www.digitalworld.org.bd](http://www.digitalworld.org.bd) এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পর ভার্চুয়াল ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড দেখতে App ডাউনলোড করতে হবে। এ App যখন লাইভ করা হবে তখন রেজিস্টার্ড দর্শনার্থীর কাছে একটা মেসেজ চলে যাবে। App ডাউনলোড হয়ে গেলে এর মাধ্যমে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০-র প্রদর্শনী ঘুরে দেখা যাবে এবং সেমিনার ও কনসার্টে অংশগ্রহণ করা যাবে।

 সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের আইসিটি খাতের সক্ষমতার চিত্র তুলে ধরতে এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের উদ্দেশ্য। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিগত ১১ বছরে বর্তমান সরকার কর্তৃক ডিজিটাল বাংলাদেশের অবকাঠামো তৈরি ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বর্তমানে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সংখ্যা ১১ কোটির অধিক। আইটি এবং আইসিটি খাতে ১০ লক্ষের বেশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি বলেন প্রযুক্তি শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে বসেই উদ্যোক্তা ও ফ্রিল্যান্সাররা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবসা করতে সক্ষম হচ্ছে। তিনি জ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সংশ্লিষ্ট সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান।

 পরে প্রতিমন্ত্রী ‘ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০’ এর লোগো উন্মোচন, ওয়েবসাইট ও রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

 সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব, বেসিস-এর সভাপতি আলমাস কবির।

#

শহিদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১৫১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৫৫

 **ডাকটিকিট ইতিহাসের স্মারক**

 **-মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডাকটিকিট একটি জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংস্কৃতি, বরেণ্য ব্যক্তিদের ইতিহাসের স্মারক হিসেবে কাজ করে। ফলে চিঠি লেখার দিন থাকুক বা না থাকুক ডাক টিকিটের প্রয়োজনীয়তা আছে-থাকবেও। জ্ঞানার্জনের জন্য ডাকটিকিটে যে তথ্য পাওয়া যায় তা অন্য কোথাও পাওয়া দুষ্কর। নতুন প্রজন্মকে তাই ডাকটিকিট সংগ্রহে উৎসাহিত করতে হবে। এটি একটি সৃজনশীল কাজ হওয়ায় অঙ্কন-ডিজাইনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত সৃজনশীল মানুষদেরকে স্মারক ডাকটিকিটের ডিজাইনের কাজে লাগাতে হবে।

 মন্ত্রী গতকাল ওয়েবিনারে বাংলাদেশ ফিলাটেলিক সোসাইটি আয়োজিত স্মারক ডাকটিকিটের প্রেক্ষিত বিষয়ক মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 ডাক মন্ত্রী বলেন, মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা যেভাবে স্মারক টিকিটের মাধ্যমে প্রকাশ করেছি স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতেও স্বাধীনতার ঘটনাবহুল বিষয়গুলো নিয়ে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই সব স্মারক ডাকটিকিট ইতিহাস জানার জন্য পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী কি কি বিষয়ের ওপর স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা যায় এই ব্যাপারে ফিলাটেলিক সংগঠন সমূহের মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ডাকঘরকে ডিজিটালাইজেশনের যাত্রা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে আমরা ইতোমধ্যে শুরু করেছি। ডাকঘরের সাথে দেশের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি পরিবারের সম্পর্ক আছে। ২০২১ সালের পর ডাকঘরের বিদ্যমান চিত্র আর থাকবে না। ডাকঘর হবে অতীতের মতোই মানুষের অতি প্রয়োজনীয় ঠিকানা।

 বক্তারা স্মারক ডাকটিকিট একটি জাতির ভবিষ্যৎ জ্ঞান সম্পদ উল্লেখ করে বলেন, ইতিহাস ঐতিহ্যের পাশাপাশি বাংলাদেশের নানা প্রাকৃতিক রূপ বৈচিত্র্য নিয়ে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা যায়। এর ফলে দেশে বিদেশে এর চাহিদা আরো বাড়বে। তারা ডাক অধিদপ্তরের ফিলাটেলিক ব্যুরোকে আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২০/১৪৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৫৪

**নৃতাত্ত্বিক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা একটি বড় মাইলফলক**

 **-গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

 গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উত্তরণে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে অন্যতম একটি মাইলফলক। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সমান। উপরন্তু পিছিয়ে পড়া এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের ক্ষমতাও প্রদান করা হয়েছে রাষ্ট্রকে।

 মন্ত্রী গতকাল ময়মনসিংহের ভাটিকেশরে কারিতাস ময়মনসিংহ জোন আয়োজিত ইন্ডিজেনাস নেভিগেটর প্রকল্পের পরামর্শ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 শরীফ আহমেদ আরো বলেন আমাদের সংবিধানে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের কথা বলা আছে। এর অংশ হিসেবে সরকার ভিশন ২০২১, ভিশন ২০৪১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সরকার সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন, সরকারি চাকরিতে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জন্য কোটা সংরক্ষণসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

 ২০৩০ সালের মধ্যে নির্ধারিত জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য অনেকটা হ্রাস পাবে। সেক্ষেত্রে সমাজের পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর লোকজন সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেনিটেশনসহ সকল নাগরিক সুবিধালাভের পথ সুগম হবে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সূচকেও তাদের উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। সরকারের সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ অবশ্যই সম্ভব বলে প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

 ময়মনসিংহের বিভাগীয় পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাহ আলম/আসমা/২০২০/১৪৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৫৩

***জাতীয় আয়কর দিবসে*****প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা *জাতীয় আয়কর দিবস-২০২০* উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ৩০ নভেম্বর ‘*জাতীয় আয়কর দিবস-২০২০’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি* উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল সম্মানিত করদাতা এবং আয়কর বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

 ‘সবাই মিলে দিব কর, দেশ হবে স্বনির্ভর’- স্লোগানকে সামনে রেখে এ বছর জাতীয় আয়কর দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-‘স্বচ্ছ ও আধুনিক করসেবা প্রদানের মাধ্যমে করদাতা-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ’।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। এই বোর্ড ব্যবসা ও বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি রাষ্ট্রের রাজস্ব ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। দেশে রাজস্ব-বান্ধব সংস্কৃতি গড়ার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উদ্ভাবনী কর্মসূচির ছোঁয়া জাতীয় পর্যায় থেকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

 কোভিড-১৯ সৃষ্ট মহামারির কারণে এ বছর আয়কর মেলা অনুষ্ঠিত না হলেও কর অঞ্চলগুলোতে করদাতাদের অভূতপূর্ব সাড়া কর আহরণে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। আয়কর প্রদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ‘জাতীয় ট্যাক্সকার্ড নীতিমালা, ২০১০ (সংশোধিত)’ অনুযায়ী এবার ১৪১ জন করদাতাকে ট্যাক্সকার্ড এবং সারাদেশে ৫২৫ জন সর্বোচ্চ ও দীর্ঘমেয়াদী করদাতাকে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে।

 জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব আহরণের মাধ্যমে সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে মুজিববর্ষে সকলকে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্বপালনের জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

 জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল কর্মকাণ্ড সফল ও অর্থবহ হোক। আমি ‘*জাতীয় আয়কর দিবস-২০২০’-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।*

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”

#

শাওন/অনসূয়া/জসীম/আসমা/২০২০/১০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৫২

**জাতীয় আয়কর দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৪ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর):

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘জাতীয় আয়কর দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ৩০ নভেম্বর ‘জাতীয় আয়কর দিবস ২০২০’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সকল সম্মানিত করদাতা এবং কর বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। ‘সবাই মিলে দিব কর, দেশ হবে স্বনির্ভর’- স্লোগানকে সামনে রেখে এ বছর জাতীয় আয়কর দিবসের প্রতিপাদ্য ‘স্বচ্ছ ও আধুনিক করসেবা প্রদানের মাধ্যমে করদাতা-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 দেশের উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পর্যাপ্ত যোগান অপরিহার্য। আর অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে আয়করের গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীর সকল উন্নত রাষ্ট্রের প্রধান রাজস্ব উৎস হিসেবে বিবেচিত হয় প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর। আয়কর কেবল রাজস্ব আহরণের প্রধান খাত নয়, এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কার্যকরী একটি মাধ্যম। আমরা রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ এর পথ ধরে সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার পথে অগ্রসর হচ্ছি। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধির বিকল্প নেই। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে করদাতার সংখ্যা এবং আয়কর খাতে রাজস্ব আহরণ আরো বৃদ্ধি করতে হবে। আমি আশা করি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ লক্ষ্যে আরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

 করোনা মহামারির মধ্যেও রাষ্ট্রের রাজস্ব ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে কর বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিরলস করসেবা প্রদান করে যাচ্ছেন যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আয়কর বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও জনগণকে আয়কর প্রদানে উৎসাহিত করতে আয়কর দিবস উদ্‌যাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে দেশে একটি করবান্ধব সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে বলে আমি মনে করি। দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আমি সম্মানিত করদাতাবৃন্দকে সময়মতো আয়কর প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি।

 ‘জাতীয় আয়কর দিবস ২০২০’ উদ্‌যাপন সফল ও সার্থক হোক এ প্রত্যাশা করি।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১২০০ ঘণ্টা